উপসর্গ-১ শব্দ গঠন (উপসর্গ):প্রশ্ন- ১. উপসর্গের সংজ্ঞা,বৈশিষ্ট্য, শ্রেণি বিভাগ ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

সংজ্ঞা:কিছু অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে যারা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না ; বরং অন্য শব্দের পূর্বে বসে নতুন অর্থবোধক শব্দ গঠন করতে পারে তাদের উপসর্গ বলা হয়। **ড. মুহম্মদ এনামুল হকের** মতে,

" যে সকল শব্দ কৃদন্ত বা নাম শব্দের পূর্বে বসিয়া শব্দগুলির অর্থের সংকোচন ,

সম্প্রসারণ বা অন্য কোন পরিবর্তন সাধন করে , ঐ সকল অব্যয় শব্দকে

বাংলা ভাষায় উপসর্গ বলে। "

বৈশিষ্ট্য : ১.উপসর্গ নামপদ বা কৃদন্ত শব্দের আগে যুক্ত হয়। এর স্বাধীন ব্যবহার নেই। তবে 'অতি' ও 'প্রতি' উপসর্গ দুটোর কখনো কখনো স্বাধীন ব্যবহার দেখা যায়। ২. উপসর্গের নিজের অর্থ না থাকলেও শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায়।৩.উপসর্গ মূল শব্দের আগে বসে। ৪. উপসর্গ নতুন শব্দ গঠন করে।

প্রয়োজনীয়তা : ১. উপসর্গ বাক্যে অর্থদ্যোতনায় অনুঘটকের মতো কাজ করে। ২. উপসর্গ শব্দে যুক্ত হয়ে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে বক্তব্য ওজস্বী করে। যেমন- অপ+কর্ম= অপকর্ম (নেতি বাচক অর্থে) অপ+রূপ = অপরূপ (ইতিবাচক অর্থে)

৩. শব্দকে প্রাঞ্জল ও সুনির্দিষ্ট অবয়বে উপস্থাপন করে। যেমন- সু + অল্প = স্বল্প (এখানে 'সু' উপসর্গ 'অল্প' শব্দটিকে আরও প্রাঞ্জল ও বৈশিষ্ট্যময় করেছে।)

শ্রেণিবিভাগ: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. খাঁটি বাংলা উপসর্গ ২. সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ ৩. বিদেশি উপসর্গ

১. খঁটি বাংলা উপসর্গ : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত নিজস্ব উপসর্গকে খাঁটি বাংলা উপসর্গ বলা হয়। এর সংখ্যা মোট একুশটি। যথা : অ , অঘা , অজ , অনা , আ , আড় , আন , আব , ইতি , উন , কদ , কু , নি , পাতি , বি , ভর , রাম , স , সা , সু , হা।

উদাহরণ : উপসর্গ যে অর্থে ব্যবহৃত গঠিত শব্দ

অ- নিন্দিত অর্থে অকাজ , অবেলা , অপয়া

২. সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ : বাংলা ভাষায় যে সকল সংস্কৃত উপসর্গ ব্যবহার করা হয় তাদের সংস্কৃত বা তৎসম উপসর্গ বলে। সংস্কৃত উপসর্গের সংখ্যা মোট বিশটি। যথা: প্র , পরা , অপ , সম , নি , অব , অনু , নির , অধি , অতি , অপি ইত্যাদি।

উদাহরণ: উপসর্গ যে অর্থে ব্যবহৃত গঠিত শব্দ

প্র প্রকৃষ্ট অর্থে প্রভাত , প্রকাশ , প্রচলন , প্রবোধ

৩. বিদেশি উপসর্গ : আরবি , ফারসি , ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষা থেকে যে সকল উপসর্গ বাংলা ভাষায় এসেছে তাদের বিদেশি উপসর্গ বলে। যেমন- ফুল , হাফ , হেড , সাব , বে , বাজে ইত্যাদি।

উদাহরণ : উপসর্গ যে অর্থে ব্যবহৃত গঠিত শব্দ

ফারসি উপসর্গ-কার কাজ অর্থে কারখানা , কারসাজি , কারদানি